দৈনিক ইত্তেফাক

২৬/৭/২০০১

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ... ৭

৩০টি বিভাগের অনার্স ও মাষ্টার্স পরীক্ষার্থীদের উৎকণ্ঠা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের লাগাতার ধর্মঘট আহ্বানে ক্যাম্পাসে অচলাবস্থা সৃষ্টির আশংকা

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ দেশের প্রধান দুই ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ এবং ছাত্রদলের বিরোধকে কেন্দ্র করিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অচলাবস্থা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা দেখা দিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলি হইতে বিতাড়িত সংগঠনের নেতাকর্মীদের সহঅবস্থান নিশ্চিতসহ ৫ দফা দাবীতে ছাত্রদল আগামী ২৯ জুলাই হইতে ক্যাম্পাসে সর্বাত্মক লাগাতার ছাত্র ধর্মঘটের কর্মসূচী দিয়াছে। পাশাপাশি ঝিমাইয়াপড়া বাম ছাত্রসংগঠনগুলির মোর্চা গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্যও বিভিন্ন দাবীতে আগামীকাল মঙ্গলবার ক্যাম্পাসে ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দিয়াছে। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৩০টি বিভাগের এখন অনার্স এবং মাষ্টার্স পরীক্ষা চলিতেছে। ছাত্র সংগঠনসমূহের এই কঠোর কর্মসূচীর ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়া দিন কাটাইতেছে। তাহারা এখন তাহাদের পরীক্ষা নিয়া শংকিত– পরীক্ষা যথাসময়ে হইবে কিনা। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কয়েক দফা আলোচনার উদ্যোগ নিলেও ছাত্র সংগঠনগুলি তেমন কোন সাড়া দেয় নাই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলি বর্তমানে ছাত্রলীগের একক দখলে। ১৯৯৬ সালের পর হইতে এবং সর্বশেষ ১৯৯৮ সালের ২৩শে মার্চ ক্যাম্পাস এলাকায় ছাত্রলীগ ছাত্রদলের নিকট হইতে হলগুলি দখলে নেয়। ২৩শে মার্চ ছাত্রলীগ-ছাত্রদল বন্দুক যুদ্ধে পার্থ প্রতিম আচার্য নামে এক ছাত্রলীগ নেতা নিহত হইয়াছিলেন। ঐ সময় হইতে ছাত্রদল ক্যাম্পাস হইতে বিতাড়িত হয় এবং পরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সহিত এক চুক্তির মাধ্যমে সূর্যসেন হলসহ কয়েকটি হলে ছাত্রদল সহঅবস্থান করিতে শুরু করে। পরে

(১৩শ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে

(৩য় পৃঃ পর)

সর্বশেষ গত ১৬ই জুনে নারায়ণগঞ্জে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার পর ছাত্রলীগ বিভিন্ন হল হইতে ছাত্রদল নেতা-কর্মীকে বাহির করিয়া দেয়। এই মাসের প্রথম হইতেই ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা সক্রিয় হইয়া উঠে এবং সহঅবস্থানের দাবীতে প্রত্যেক দিন মিছিল-সমাবেশ করিতে শুরু করে। ছাত্রদল ঘোষণাও দেয়, সরকার পরিবর্তন হইলে তাহারা হল দখল করিয়া লইবে। ছাত্রলীগও এই ঘোষণার পর ক্যাম্পাসের হলে হলে শক্ত সশস্ত্র অবস্থান নেয়। ছাত্রদল কয়েকবার ভিসি'র নিকট স্মারকলিপিও দিয়াছে। প্রশাসনের নিকট হইতে ছাত্রদলের বৈধ নেতা-কর্মীদের হলে উঠানোর ব্যাপারে কয়েকবার উদ্যোগ নেওয়া হইলেও ছাত্রদল সেখানে যায় নাই। ধর্মঘটের ব্যাপারে ছাত্রলীগ সভাপতি বাহাদুর বেপারী বলেন, 'পরিকল্পিতভাবে একটি গোষ্ঠী ক্যাম্পাস বন্ধ করিয়া দিতে চায়। আমরা কোন হল দখল করিয়া রাখি নাই।' ক্যাম্পাসে বর্তমান অচলাবস্থার সৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আনুষ্ঠানিকভাবে কোন আলোচনার উদ্যোগ নেন নাই। তবে সকল সংগঠনের সহিত আলাপ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়।

ভিসি অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী বলেন, '৫ বৎসর ক্যাম্পাস শান্তিপূর্ণ উপায় চলিয়াছে। এখন বাইরের রাজনীতি ক্যাম্পাসে আনিয়া ধর্মঘট ডাকিয়া কেহ কেহ সেশনজটের দিকে নিয়া যাইতেছে। কোন সংগঠনের কোন দাবী থাকিলে এখানে আসিবে এবং কথা বলিবে।'